



গাংনীতে স্বেচ্ছাব্রতী তরুণের নেতৃত্বে করোনাভাইরাস মুক্ত গ্রাম গড়ার আন্দোলন

আমরা সবাই শপথ করি, করোনাভাইরাস মুক্ত গ্রাম গড়ি, এই স্লোগানে বলীয়ান হয়ে দি হাজার প্রজেক্ট বাংলাদেশের স্বেচ্ছাব্রতী পলাশ ৫০জনের একটি স্বেচ্ছাসেবীদল নিয়ে কাজ শুরু করে। গাংনী উপজেলার কাথুলী ইউনিয়নের গাড়াবাড়িয়া গ্রাম থেকে করোনাভাইরাস প্রতিরোধে করণীয় বিষয়ে সচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ শুরু করে পলাশ। তারা গ্রামের ৭০০ পরিবারের মাঝে লিফলেট বিতরণ করে। লিফলেট বিতরণ করতে গিয়ে তারা খেয়াল করেন অসচেতনতা ও দারিদ্র্যের কারণে অনেকেরই মাস্ক বা হাত ধোয়ার ব্যবস্থা নাই। তাই এইসব পরিবারের মাঝে তারা ২০০টি মাস্ক ও ২০০টি সাবান বিতরণ করেন। তারা কর্মহীন দরিদ্র ১২০টি পরিবারের মাঝে ৪৮০ কেজি চাল, ৬০ কেজি ডাল, ৬০ লিটার তেল, ২৪০ কেজি আলু, ১২০ কেজি লবনসহ পিঁয়াজ, মরিচ বিতরণ করেন। এছাড়া হাত পরিস্কার করার জন্য ২০টি উন্মুক্ত স্থানে পানি ও সাবানের ব্যবস্থা করেন।

পলাশের নেতৃত্বে স্বেচ্ছাসেবকদল বাড়ী বাড়ী ঘুরে স্থানীয় স্বচ্ছল পরিবারের কাছ থেকে এইসব উপকরণ ও অর্থ সংগ্রহ করেন। ধনী পরিবারগুলো স্বতস্কৃতভাবে স্বেচ্ছাব্রতী তরুণদের এই কাজে এগিয়ে আসে। এই দল কাথুলী, সহগলপুর, লক্ষী-নারায়ণপুর, ধলা, রামকৃষ্ণপুর ধলা, মাইলমারি, খাশমহল, রংমহল ও নওয়াপাড়া-এই ১০টি গ্রামে কার্যক্রম পরিচালনা করেন। ইতিমধ্যে তারা প্রায় ৩,১০০ জন মানুষকে করোনাভাইরাস প্রতিরোধ বিষয়ে বিভিন্নভাবে সচেতন করেছেন।



টাঙ্গাইলে নারীনেত্রী আঞ্জু আনোয়ারার করোনাভাইরাস প্রতিরোধী উদ্যোগ



নারীনেত্রী আঞ্জু আনোয়ারা ময়না কোভিট-১৯ প্রতিরোধে টাঙ্গাইল জেলার গোপালপুর উপজেলার উজ্জীবক, নারীনেত্রী, গ্রাম উন্নয়ন দল ও ইয়ুথ টিমের সমন্বিত উদ্যোগে শাখারিয়া গ্রামে কাজ শুরু করে। তারা ৩০০টি সাবান বিতরণ করে। ২০০টি পরিবারে হাত ধোয়ার পদ্ধতি অনুশীলন করায়। ২০০টি মাস্ক বিতরণ করে। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের মাঝে ৩০টি হ্যান্ড গাভস বিতরণ করেন। তারা পাঁচটি হাত ধোয়ার স্থানও নির্ধারণ করে দিয়েছে যেখানে এলাকার লোকজন হাত ধুতে পারছে। এ ছাড়াও গ্রামে গ্রামে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার অনুশীলন করিয়েছে। আপদকালীন খাদ্যের প্যাকেট বিতরণ করেছেন ১৫০টি পরিবারের নিকট। প্রতি প্যাকেটে ছিল ৭০০ টাকা, ১০ কেজি চালসহ ডাল, তেল, লবন, সাবান আলু। খাদ্য উপকরণগুলো স্থানীয়ভাবেই সংগ্রহ করা হয়।

